আন্তঃজেলা গরু চোরচক্রের মূল হোতা রনি, আরো দুটি চোরাই গরু উদ্ধার

দামুড়হুদার উজিরপুর থেকে আরও দুটি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার দিনগত রাতে দামুড়হুদা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে উজিরপুর শখেরপাড়ার মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে আবদুল আলিমের বসতবাড়ির গোয়ালঘর থেকে লাল রঙের দুটি এড়ে গরু উদ্ধার করা হয়।

গরু চোরচক্রের মূলহোতা রনির দেওয়া তথ্য মতে অভিযান চালিয়ে গরু দুটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় উদ্ধারকৃত গাভীর মালিক হোগলডাঙ্গার শাহাবুদ্দিন বাদী হয়ে রনিকে আসামী করে গতকাল সোমবার রাতে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। এ দিকে

উজিরপুর শখেরপাড়ার রিহান আলীর ছেলে গোলাম মুরশিদ জানান, কিছুদিন আগে আমার গোয়ালঘর থেকে একটি পাকিস্তানি এড়ে গরু চুরি হয়ে যায়। এ ছাড়া একই পাড়ার মৃত মোক্তার আলীর ছেলে ইনছান আলীর গোয়ালঘর থেকেও একটি এড়ে গরু চুরি হয়ে যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আটক রনিকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে জেলহাজতে পাঠিয়েছেন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক।
এদিকে স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেকে জানান, এলাকায় এক বছরে অনেক গরু ও ছাগল চুরি হলেও পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। তারা আরও জানান, চোরচক্রের নেপথ্যের গডফাদার কারা? তাদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনা এখন সময়ের দাবী। এছাড়া আটক রনিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে বলেও মন্তব্য করেন তারা।

এলাকাবাসীর ধারণা পুলিশ ততপর হলে এলাকায় চুরি হওয়া গরু উদ্ধারসহ চোর সনাক্ত করা সম্ভব হবে।খেটে খাওয়া মানুষের এক মাত্র সঞ্চয় একটি গরু আর সেই গরু চুরি হলে কৃষকের সব স্বপ্ন মাটির সাথে মিশে যায়।তাই এলাকার চোরগুলি আটক করে আদালতে সৌর্পদ করবে পুলিশ এমনটিই চাওয়া স্বপ্নহারা কৃষকের।

উল্লেখ্য, আন্তঃজেলা গরু চোরচক্রের মূলহোতা পুড়াপাড়া গ্রামের

শাহাবুদ্দিনের ছেলে রনির বসতবাড়ির গোয়ালঘর থেকে গত সোমবার বিকেলে দুইটি চোরাই গরু উদ্ধার করে পুলিশ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ উজিরপুর শখেরপাড়ার মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে এলাকার চিহিৃত গরুচোর আলিমের বসতবাড়ির গোয়ালঘর থেকে আরও দুটি চোরাই গরু উদ্ধার করা হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৩-২০২৪ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) প্রকল্পের অধীনে ৪৪৫জন সুবিধাভোগী ‘মহিলাদের মাঝে খাদ্য শয্যে” পুষ্টি চাল বিতরনের শুভ উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার ১১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ: করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা দামুডহুদা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান। কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ: লীগের সাধারন সম্পাদক নজীর আহমেদ যুগ্ন সম্পাদক আ: সালাম বিশ্বাস সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল। প্যানেল চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মন্টু ২নং প্যানেল চেয়ারম্যান বিল্লাল হোসেন ৩নং প্যানেল চেয়ারম্যান দেলোয়ারা খাতুন ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন, আ: সালাম, মাহবুবুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, নুর মোহাম্মদ ভগু, সাজিবার রহমান, সুমিয়া খাতুন, আনেহার খাতুন, উদ্দ্যেক্তা ওমিদুল ইসলাম ও হারুনার রশীদ অতিথিবৃন্দ উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে বিষদ আলোচনা করে বক্তব্য দেন।

আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ ১৭ নেতাকর্মী কারাগারে

নাশকতা মামলায় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১৭ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে বিচারক মো. জিয়া হায়দার জামিন না মঞ্জুর করে তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আটকরা হলেন-দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সদস্য রফিকুল ইসলাম, সুমন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস ও চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মোর্কারম হোসেন।

উল্লেখ্য, গত ৯ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুল মাঠে বিএনপির ৫০-৬০ জন নেতাকর্মী সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড করার লক্ষ্যে গোপন বৈঠক করছে, এমন সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকজন পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিএনপির ৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের কাছ থেকে ৭ টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার হয় বলে পুলিশ দাবি করেন। এ ঘটনায় এসআই

সোয়াদ বিন মোবারক বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০/২৫ জনের নামে মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তাপস কুমার জানান, এজাহার নামীয় ২২ জন আসামির মধ্যে ১৭ জন হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। মঙ্গলবার জামিনের মেয়াদ শেষে নিম্ন আদালতে জামিনের জন্য হাজির হলে তাদেরকে জেলহাজতে পাঠান বিচারক মো.জিয়া হায়দার। এ ছাড়া এজাহার নামীয় অপর ৫ জন আসামি জামিনে আছেন।

দামুড়হুদায় দুইটি চোরাই গরুসহ আটক ১

দামুড়হুদায় চোরাইকৃত গরু পুড়াপাড়া গ্রাম থেকে গরুর মালিকের সহায়তায় উদ্ধার করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। থানায় শাহাবুদ্দিন বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেন।

গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে রনির বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে একটি গাভী গরু ও পাশের মাঠ থেকে একটি এড়ে গরু উদ্ধার করা হয়।

জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের শাহাবুদ্দিনের ছেলে সাদ্দাম হোসেনের গত মঙ্গলবার রাতে একটি গাভী গরু চুরি হয়ে যায়। একই উপজেলার দলকালক্ষীপুর গ্রামের আলম মণ্ডলের ছেলে সাজিমের গত ২৩/০১ তারিখে একটি গাভী গরু চুরি হয়ে যায়, মুক্তারপুর গ্রামের জমাত আলীর ছেলে মতিয়ার রহমানের গত ২৩/০২ ইং তারিখে একটি এঁড়ে বাছুর চুরি হয়,কেশবপুর গ্রামের আজাদ আলী খানের ছেলে হোসাইন খানের প্রথম রোজার দিন আকিকার দুইটা বড় খাসি ছাগল রাতের আধারে চুরি হয়। তারা সকলেই দামুড়হুদা মডেল থানায় জিডি করেন।

পরে দামুড়হুদা সদরে পার দামুড়হুদার মৃত নিক্সন মণ্ডলের ছেলে জাহিদুল ইসলামের গত শনিবার রাতে এঁড়ে বাছুর চুরি হয়।এরপর থেকেই গরুর মলিকেরা হন্যে হয়ে বিভিন্ন গ্রামে খুঁজতে থাকে তাদের চুরি হয়ে যাওয়া গরু।একপর্যায়ে হোগলডাঙ্গা গ্রামের সাদ্দাম হোসেন

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সদর ইউনিয়নের পুড়া পাড়া গ্রামে রনির বাড়িতে একটি চোরাই গরু আছে। সেই মোতাবেক সাদ্দাম হোসেন পুড়া পাড়া গ্রামের রনির বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাই তার চুরি হওয়া গাভী গরুটি।পরে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শেখ তৈহিদুর রহমান দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি ও সদস্য জহিদুল ইসলাম,সদস্য সামসুল ইসলাম এর সহযোগিতায় একটি গাভি গরু ও একই গ্রামের মাঠ থেকে একটি এঁড়ে বাছুর উদ্ধার করেন।
পরে উদ্ধারকৃত গরু দুটি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সাদ্দাম হোসেন বলেন, গত মঙ্গলবার রাতে আমার একটি গাভী গরু চুরি হয়ে যায়। তার পর থেকেই বিভিন্ন গ্রামে খুঁজতে থাকে। গতকাল সোমবার দুপুরে জানতে পারি পুড়াপাড়া গ্রামে আমার চোরাইকৃত গরুটি আছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা মিলে গেলে রনির গোয়ালঘর থেকে পুলিশের সহযোগিতায় গরুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, চোরাই গরু উদ্ধার হওয়ার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌয়ছায় পরে পুলিশকে খরব দিলে দুটি গরু উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দুইটি চোরায় গরু উদ্ধার করা হয়েছে। থানার মামলা হয়েছে। একজনকে আটক করা হয়েছে।বাকিদের আটক করার জন্য অভিযান অব্যহত রয়েছে।

দর্শনায় বিদেশী সিগারেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে অবৈধ চোরাই পথে আসা বিদেশী সিগারেট সহ নয়ন (২০) নামের এক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই তারিফুজ্জামান,

এএসআই ফিরোজ হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নে।

এসময় ইউনিয়নের গড়াইটুপি মেলার মাঠ সংলগ্ন সুরুজ মিয়ার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর একটি ইজিবাইকে চ্যালেঞ্জ করে পুলিশ। পরে ইজিবাইকে থাকা অবৈধ বিদেশী ১৩ শ ৯০ প্যাকেট মালবরো সিকারেট সহ নয়ন (২০) নামের এক চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সেই সাথে চোরাচালান কাজে ব্যাবহৃত ব্যাটারী চালিত একটি ইজিবাইক আটক করে। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের লিয়াকত আলীর ছেলে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর বলেন, আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি ভারত থেকে অবৈধ পথে মালবোরো সিগারেট পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে থানার অফিসার ও ফোর্স অভিযান চালায় দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি মেলার মাঠ সংলগ্ন সড়কে।

এসময় সেখান হতে অবৈধ পথে দেশে আসা সিগারেট ও একটি ইজিবাইক সহ চোরাকারবরীকর আটক করি।সিগারেটগুলো সুইজারল্যান্ড কোম্পানীর। গতকালই তাকে দর্শনা থানায় মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

কেরাত হামদ না’ত ও আযান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠন

দামুড়হুদায় মাহে রমজান উপলক্ষে কেরাত হামদ না’ত ও আযান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে থানা কোরিডরে এই প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর

সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ঈমান হাফেজ মাও: মুফতী মো: মামুন হোসেন,
অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাফেজ মাও: মুফতী মো: বনি ইয়ামিন, দামুড়হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মারিয়া মাহবুবা। বিভিন্ন ইভেন্টে প্রায় দেড়শত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্য থেকে ২৭ জন বিজয়ী কে পুরস্কার ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী সব প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। তিনজন বিচারক মন্ডলীকে দামুড়হুদা মডেল থানা’র পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মডেল থানার তদন্ত ওসি শফিকুল ইসলাম, অপারেশন ওসি সফিউল আলমসহ বিভিন্ন স্কুল মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসআই মঞ্জুরুল হক।

চুয়াডাঙ্গায় সাত প্রতিষ্ঠানকে ৮হাজার ৫শ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১২টার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে মুরগি, তরমুজ, ফলমুল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের অপরাধে ০৭ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার বড়বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে অবস্থিত মুরগির বাজারে তদারকিকালে মেসার্স নিউ ব্রয়লার হাউস নামক প্রতিষ্ঠানে মুরগির ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা, অধিক মুনাফায় মুরগি বিক্রয় ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: সাইফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন- ২০০৯ এর ৪৫ ধারায়

১,০০০/- টাকা, মেসার্স হাসান ব্রয়লার কর্নার এর মালিক মোঃ মজনু মিয়াকে একই অপরাধে ও ধারায় ১,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া মুদি দোকান মেসার্স কাউছার স্টোর এর মালিক মো: কাউছার আলীকে দোকানে তেল চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ২,০০০/- টাকা এবং মেসার্স কৃষি বাণিজ্যালয় এর মালিক মো: শহিদুল হককে মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় ৫০০/- টাকা, মেসার্স রাজধানী ভান্ডার এর মালিক মো: রবিউল হককে একই অপরাধ ও ধারায় ১,০০০/- টাকা, মেসার্স অর্জুন স্টোরের মালিক শ্রী অর্জুন সাহাকে পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ১,০০০/- টাকা, চৌরাস্তা মোড়ে মেসার্স হামিদ ফল ভান্ডারের মালিক মো: আব্দুল হামিদকে তরমুজের ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করে অধিক মুনাফায় তরমুজ বিক্রয় ও ফলের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ২,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয় এবং সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে নির্দেশনা দেয়া হয়। অভিযানে ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮,৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: সহিদুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গায় নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করা হলো মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ।

গতকাল রবিবার সকালে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করে। সকাল ৬ টায় চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বর ৩১বার তপোধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভসূচনা করা হয়।

সূর্যোদয়ের সাথে শহীদ হাসান চত্বর শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ও জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর পরই শহীদ হাসান চত্বর শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তর্পক অর্পণ শুরু হয়। প্রথম প্রহরে সকাল ৬টার কিছুক্ষণ পর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে শহীদ বেদি উন্মুক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবির হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শামীম ভূইয়াসহ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

এরপর চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এর নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অপর্ণ করে জেলা পুলিশ বিভাগ। সাথে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাসসহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বত কর্মকর্তারা। জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যদের সঙ্গে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাবেক জেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম সাইফুর রশিদের নেতৃত্বে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আজিজুর রহমানসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর, স্বাস্থ্য বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদ, সদর উপজেলা প্রশাসন, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা অফিস, জেলা যুবলীগ, জেলা ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, অঙ্গসহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, ব্যাংক-বীমা, স্বায়ত্ব শাষিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল এদিন সকল সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সন্ধায় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

পুরাতন স্টেডিয়ামে সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ সকাল ৮টায় জেলা স্টেডিয়াম মাঠে (পুরাতন) সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত উচ্চারণের মধ্যদিয়ে দিনের ২য় পর্যায়ের কর্মসূচী শুরু হয়। জাতীয় সংগীতের তালে তালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনকে সাথে নিয়ে শান্তির প্রতীক শ্বেতকপোত ও রঙিন বেলুন অবমুক্ত করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর প্যারেড কমান্ডার চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের আরআই এর চৌকস প্রহরায় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক স্টেডিয়ামে আগত ও জেলার সকলের উদ্দেশ্যে দেশের মহান স্বাধীনতা, স্বাধিরতার সুবর্ণজয়ন্তী ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সুখি, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশ গড়ার আহবান জানিয়ে প্রাণবন্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ৩০ লাখ শহীদের রক্তে ও ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি লাল-সবুজ পতাকা ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিলো নিপীড়িত-নির্যাতিত জর্জরিত মানুষের এ দেশটি যেন প্রীতির আবহে পূর্ণ হয়ে সুস্থ মানবতার আবাসভূমি হয়ে উঠতে পারে এবং সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠে নতুন প্রজন্ম যেন পরিপূর্ণতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিশ্বময় বিশ্বমানবতার জয়গানে মুখর হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও ভাষণে বেশ কিছু ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন জেলা প্রশাসক।

অনুষ্ঠান মঞ্চে এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম সাইফুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবির হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শামীম ভূইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পারায় কৃষকের আত্ম*হত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামে ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পারায় আইনাল হক (৫৫) নামে এক কৃষক গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

শনিবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মোক্তারপুর মোল্লাপাড়ার নিজ পান বরজের মধ্যে মেহগনি গাছে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন। নিহত কৃষক আইনাল হক মোক্তারপুর গ্রামের মৃত পুটে আলীর বড় ছেলে।

নিহতের ভাই মতিয়ার রহমান বলেন, তিনি আমার বড় ভাই অনেক আগেই আলাদা জায়গায় (মোক্তারপুর মাঝপাড়ায়) বাড়ি করে পরিবার নিয়ে থাকতেন। বিভিন্ন এনজিও সমিতি থেকে অনেক টাকা ঋণ করেছেন। এনজিও, সমিতির প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ ঋণের টাকা পরিশোধ করা নিয়ে প্রায় সময়ই দুশ্চিন্তার ভিতর থাকতেন। ঋণের টাকা পরিশোধ না করতে পেরে হতাশায় ভুগছিলেন। সেখান থেকেই অভিমান করে গলায় ফাঁস নিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

নিহতের মা নিহারুন খাতুন জানান, শনিবার সকাল ৮ টার দিকে নিজ পানের বরজে কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। পানের বরজে গিয়ে দেখি আইনাল পানের বরজের মেহগনি গাছের ডালের সাথে গলায় নসিমন দড়ি দিয়ে ঝুলছে। আমি চিৎকার করলে আশ পাশের লোকজন ছুটে এসে গাছ থেকে নিচে নামিয়ে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি। এটি অপমৃত্যু হিসেবে ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।